অভিশাপের কারনে হাসিনা সহ তার এমপি মন্ত্রীরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে… সাবেক এমপি আমজাদ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেছেন ৭৪ সালে দূর্ভিক্ষের সময় কুকুরের সাথে মানুষ খাবার নিয়ে টানাটানি করেছে। খাবারের অভাবে মানুষ ডাষ্টবিনের খাবার খেয়েছে। শেখ মুজিবের সময় সেটি হয়েছে।

আজ রবিবার বিকালে গাংনী বাজার বাসষ্ট্যান্ডে ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে র্যালি শেষে সংক্ষিপ্ত সভায় তিনি একথা বলেন।

তিনি আরো বলেন,শেখ হাসিনার শাসন আমলে গুম খুন ধর্ষন লুটপাট হুলিয়া থেকে শুরু করে সব অপকর্ম হয়েছে। এসব অপকর্ম আর অভিশাপের কারনে হাসিনা সহ তার এমপি মন্ত্রীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, ৭ নভেম্বরকে মনেপ্রাণে ধারণা করতে হবে। স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়াকে এ দেশের মানুষ ভালোবাসে বলেই সিপাহি-জনতা বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে ক্ষমতায় বসিয়েছিল দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও দেশের কল্যাণ-অগ্রগতির জন্য।

এর আগে গাংনী ফুটবল মাঠ থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিণ্ন সড়ক ঘুরে বাসষ্ট্যান্ড চত্তরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য’র মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুর রউফ মাষ্টার।

প্রধান অতিথী হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক ও সাবেক এমপি মো: আমজাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মাষ্টার। অনুষ্ঠান সঞ্চালণা করেন বিএনপি নেতা মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু। এসময় উপজেলা বিভিন্ন গ্রামের হাজার হাজার নেতাকর্মীরা র্যালি ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় যোগদেন।

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

দামুড়হুদা কাঁঠাল তলায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় হাউলী ইউনিয়ন যুবদল, সেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের আয়োজনে ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব সংহতি দিবস উপলক্ষে
র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালিটি ডুগডুগি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে শুরু করে কাঁঠাল তলার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার একই স্থানে এসে শেষ হয়। র্যালি শেষে ডুগডুগি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্র দলের পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম আরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মঞ্জুরুল জাহিদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আজকের এই দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আজকের এই দিনে ১৯৭৫ সালে সিপাহি জনতার ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবের মাধ্যমে কারাবন্দী জিয়াউর রহমান কে মুক্ত করা হয়েছিলো। তাই আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে কাজ করতে হবে, নাহলে আমরা বিজয়ী হতে পারবোনা।

এসময় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক তোহফাতুর রিংকু, প্রকাশনা সম্পাদক জুয়েল রানা, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিম আহাম্মদ, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আবু নোমান পাপন, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক ডালিম রেজা, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ওয়ায়েস আল আমিন, সহ কোষাধ্যক্ষ শাকিল আহম্মেদ শুভ, জেলা যুবদলের সদস্য অমিত হাসান রবিন, তানভীর সোহেল, জাহাঙ্গীর আলম সুইট, তানভীর আক্তার, জেলা ছাত্র দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকলাস মুন রায়হান, দপ্তর সম্পাদক সোহেল রানা, বিজ্ঞান ও তথ্য বিষয়ক সম্পাদক মেহেদী

হাসান সাজু, সহ ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক বাপ্পা, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য রাজু আহাম্মেদ, রায়হানুল করিম বাপ্পি, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য খায়রুল ইমতিয়াজ তুষ্ট, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা যুবদলের সদস্য জসিম, বায়জিদ, বাবু, কাকন, ইয়াসিন আরাফাত, শাকিল হোসেন।

দামুড়হুদা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা সাইফুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, যুবদল নেতা মনি, তরিকুল ইসলাম রানা, মাসুদ রানা, সোহাগ হোসেন, তিতাস হোসেন, রুবেল।

উপজেলা যুবদলের সদস্য তরিকুল ইসলাম, সজল, যুবদল নেতা রকিবুল ইসলাম রকিব, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য শাহনাজ বিদ্যুৎ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, রুবেল জান্নাত, আলামিন, সোহাগ, মানিক, লিংকন, মামুন, সালমান, হাসান, রাকিব আলী, আশিক, শরিফুল ইসলাম, ইমন, মামুন, সহিদুল, মিঠুন, জামালসহ স্থানীয় নেতাকর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হাউলী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক আসাদুল হক।

মেহেরপুরে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করেছে মেহেরপুর পৌর ও সদর উপজেলা বিএনপি।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে শহরের কলেজ মোড়ে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজনের সভাপতিত্বে ও পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সমাবেশ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র

বরদাস্ত করা হবে না। যারা ষড়যন্ত্র করবে তাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে হবে। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ও পুলিশকে সহযোগিতা করার জন্য নেতাকর্মীদের জানান।

সমাবেশের পরে, মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড় থেকে একটি বিশাল মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে এসে শেষ হয়।

এসময় জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, হাফিজুর রহমান হাফি, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, রুমানা আহমেদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা মহিলা দলের সভাপতি শাহেদাতুন্নেছা নয়ন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিন সহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

যথাযথ মর্যাদা ও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহ শহরে বৃহস্পতিবার (৭নভেম্বর) দুপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে বর্নাঢ্য র্যালি বের হয়। সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন গ্রাম, পাড়া ও মহল্লা থেকে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে শহরের উজির আলী স্কুল মাঠে নেতাকর্মীরা জড়ো হয়। দুপুর নাগাদ বিশাল মাঠটি নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে মহাসমাবেশে পরণিত হয়।

র্যালি বের হওয়ার আগে সংক্ষিপ্ত এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, জাহিদুজ্জামান মনা, এ্যাড, মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, আলমগীর হোসেন, সাজেদুর রহমান পাপপু, যুবদল নেতা আহসান হাবিব রণক, আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, ছাত্রদল নেতা সোমেনুজ্জামান সমেন, মুশফিকুর রহমান মানিক ও মহিলাদল নেত্রী

কামরুন্নাহার লিজি।

সমাবেশে প্রধান অতিথি এ্যাড এম এ মজিদ বলেন, ৫ আগস্ট দেশের ছাত্র-জনতার তাজা প্রাণ ও রক্তের বিনিময় দেশকে সাড়ে ১৫ বছরের আওয়ামী ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্ত করেছে এবং দেশের সামরিক বাহিনী ছাত্র-জনতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা এমনি এক সময় ৭ নভেম্বর পালন করতে যাচ্ছি যখন জাতি নানা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং দেশের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত মোকাবিলায় ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সকল মুক্তিকামী জনতা রাজপথে নেমেছিল। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মেজর জে. খালেদ মোশাররফ পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র করেছিল। তখন আমাদের দেশপ্রেমিক সিপাহী ও জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে ৭ নভেম্বর রাজপথে নেমে খালেদ মোশাররফের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত প্রতিহত করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে হেফাজত করেছিল।

তিনি বলেন, জাতিকে আবার ফ্যাসিবাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য নানামুখি চক্রান্ত শুরু হয়েছে। জাতি আবার ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। ফ্যাসিবাদীরা পুনরায় ফিরে আসলে জাতি এক মহাসঙ্কটে নিপতিত হবে। এ অবস্থায় জাতিকে রক্ষা করার জন্য ৭ই নভেম্বরের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দল-মত-নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সমাবেশ শেষে এক বর্নাঢ্য র্যালী ঝিনাইদহ শহর প্রদক্ষিন করে। র্যালিটি শহর ঘুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়।

এদিকে দিবসটি পালনে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ, শৈলকুপা, হরিণাকুন্ডু, মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলায় র্যালি, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলসহ বিস্তারিত কর্মসুচি গ্রহন করা হয়।

গাংনীতে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি

দিবস পালন

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে গাংনীতে বিরাট গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) বিকালে গাংনী বাসস্ট্যান্ড শহীদ আবু সাঈদ চত্ত্বরে বেলুন ফেস্টুন ও কবুতর উড়িয়ে দলের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

পরে আয়োজিত গণ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রেজাউল হক।

গণ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সুর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, জেলা বিএনপির ১ নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দিন কালু, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক ছাত্র নেতা আব্দুল হক, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের গুলি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।